Re. 1.00
মূল্য ঃ ১ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : IV Issue : II, 15th May, 2015 বৈশাখ, ১৪২২, বার্ষিক মূল্য-১০ টাকা RNI NO. WBBEN / 2012/ 46375

আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলী

আবির্ভাব - ২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮
তিরোধান - ২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮

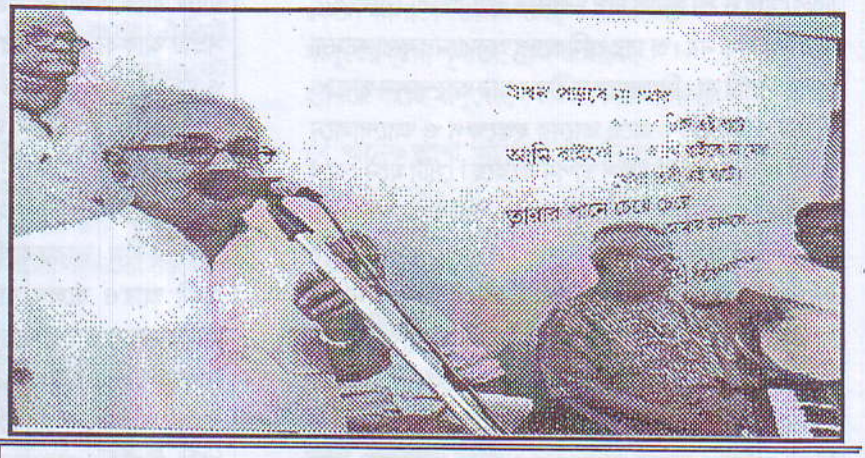

১লা বৈশাখ, ১৪২২ (১৫ই এপ্রিল, ২০১৫) "মিলনোৎসবে" জয়া কারখানার প্রাক্তন কর্মী শ্রী মাখন লাল ঘোষ বক্তব্য রাখছেন, মঞ্চে উপবিষ্ট সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী, সহ-সভাপতি শ্রী রামরমণ ভট্টাচার্য ও সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র ।

১লা বৈশাখ ১৪২২ (১৫ই এপ্রিল২০১৫) তারিখে অনুষ্ঠিত মিলনোৎসবের বিবরণ।

প্রতি বছরের মত এ বছরও জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ও বেথুন ইন্সটিটিউটের যৌথ উদ্যোগে ১লা বৈশাখ ১৪২২ (১৫ই এপ্রিল ২০১৫) মিলনোৎসবের আয়োজন করা হয়। সংস্থার দ্বিতলে 'বিমল চ্যাটার্জী' অডিটোরিয়ামে বিকাল ৫টায় শ্রী গৌতম চ্যাটার্জীর উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন শ্রী পেলব মুখার্জী।

২০১৪-১৫ সালে জয়া কারখানার শ্রমিক কর্মচারী ও বেথুন ইন্সটিটিউটের সদস্যদের মধ্যে যারা প্রয়াত হয়েছেন তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোক প্রস্তব পাঠ করেন সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র এবং উপস্থিত সকলে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করেন। সভাপতি উপস্থিত সকলকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন আশির দশক থেকেই জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে ১লা বৈশাখ 'মিলনোৎসব' পালিত হয়ে আসছে। ২০০৫ সালে বেথুন ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে জয় ইউনিয়ন, বেথুন ইন্সটিটিউটের সাথে যৌথ উদ্যোগে 'মিলনোৎসব' পালন করে আসছে। বর্তমানে কারখানার অবস্থা ভাল নয়, সেখানে বর্তমানে ১৫০ জনের মত শ্রমিক কর্মরত আছেন এবং নানা জটিলতার ভিতর কঠিন পরিস্থিতিতে তারা কাজ করে যাচ্ছেন।

তাছাড়া প্রাক্তন শ্রমিকদের মধ্যে বয়স জনিত কারণে অনেকের পক্ষেই আসা সম্ভব না। আজকের অনুষ্ঠানে নববর্ষ সম্পর্কে আলোচনার জন্য ডঃ কমল নন্দীর

নাম ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য তিনি আসতে পারেন নি। উপস্থিত শ্রোতাদের থেকে জয়া কারখানার প্রাক্তন শ্রমিক শ্রী মাখন লাল ঘোষ ও শ্রী সুনীল দাস তাদের নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। সভাপতি এ সম্পর্কে বলেন বয়সের কারণ অনেক শ্রমিকই আসতে পারেন না। সুদুর বেলঘড়িয়া ও নদীয়া জেলার চাকদা থেকে শ্রী মাখন লাল ঘোষ ও শ্রী সুনীল দাস উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রেখেছেন, এটা কম কথা নয়। জ য়ার শ্রমিকদের অবদানের কথা আমরা ভুলতে পারি না। নিজেদের দাবীদাওয়ার আন্দোলন ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রশ্নে তাদের হস্তক্ষেপ ও আন্দোলনে সাড়া দেওয়া এক ইতিহাস স্থাপন করেছে। সেটা মনে রেখে স্মরণীয় রাখার দরুণ আমাদের প্রয়াত প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কমঃ বিমল চ্যাটার্জীর অনুপ্রেরণায় মিলনোৎসব প্রতি বছর পালন করা হয়। যাতে সারা জীবন লড়াই করে ও লড়াই আন্দোলন থেকে বিচ্যুত হয়ে কেবল মাত্র সুবিধাবাদের জন্যই শ্রমিক আন্দোলন করেছে এরকম অপবাদ জয়ার শ্রমিকদের দেওয়া যায় না। তাই প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট দিনে বর্তমান শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত শ্রমিকরা এবং কারখানার প্রাক্তন শ্রমিকরা মিলিত হয়ে পারস্পরিক মতামত অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারেন সেইজন্যই এই মিলনোৎসবের সার্থকতা তিনি বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন। তারপর থেকে মিলনোৎসব চলছে। বয়স জনিত কারণ এবং নানা অসুবিধার মধ্যে শ্রমিকদের উপস্থিতি ক্রমশই কমছে। আমাদের চেষ্টা করতে হবে আগামী দিনে এই দুর্বলতা দূর করে কমঃ বিমল চ্যাটার্জীর প্রদর্শিত পথে এগিয়ে যেতে।

শ্রী রাম রমণ ভট্টাচার্য উপস্থিত সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। এমন একটা পরিস্থিতিতে ১লা বৈশাখ উদযাপন হবে তা ভাবা যায় না। ভারতবর্ষে আমরা এককভাবে নববর্ষ পালন করি না। বিভিন্ন স্থানে নানা ভাবে এ দিনটি পালন করা হয়। রবীন্দ্রনাথের উক্তি উল্লেখ করে বলেন ১লা বৈশাখ একটা বিভাজন আমি যে এক বছর হাটলাম মূল্যায়ন করার জন্য নববর্ষ। মানুষের চলাটা আমার না পাওয়া অন্যের পাওয়া। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১লা বৈশাখ সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা উল্লেখ করেন।

১ বছর পর আবার এই দিনটি ঘুরে আসবে, পৃথিবীর এই আবর্তন আমরাও আবর্তন এটা ভুললে চলবে না। বাংলা বছর শুরু হয় সৌর মাসের হিসাবে ৩৬৫দিনে। আর হিজরী বছর শুরু হয় চন্দ্র মাসের ভিত্তিতে ৩৫৫দিনে। সৌরমাস আর চান্দ্র মাসের মধ্যে ১০ দিন ফারাক। তার জন্য ঐ সময় খাজনা আদায় নিয়ে অসুবিধা সৃষ্টি হত। মাঝে মাঝে প্রজাদের বছরে দুইবার খাজনা দিতে হত। সম্রাট আকবর এ বিষয়ে সক্রিয় হন। তিনি হিন্দু পন্ডিত ও মুসলিম আলমদের ডেকে নিয়ে আরবী সংস্কৃতির সাথে বাংলা সংস্কৃতির মিলন ঘটানোর ব্যবস্থা করেন এবং এ ব্যাপারে তিনি কৃতকার্য হন। ইতিপূর্বে রাজকার্য পরিচালিত হত বাংলা সন তারিখ অনুযায়ী কিন্তু ইংরেজরা এসে এ সব মুছে দিল। ভারতবর্ষে বহুজাতি ও সম্প্রদায়ের মিলন। তিনি আরও বলেন বাংলা দেশে বাঙ্গালীরা তাদের ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছেন। ওখানে মহাসমারোহে ১লা বৈশাখ পালিত হয়। পরবর্তীতে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখেন পরিচালন পরিষদের সদস্য শ্রী অশোক রঞ্জন ধর। তিনি উপস্থিত সকলকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন আজকে জয়ার প্রাক্তন শ্রমিকদের মধ্যে অনেকে উপস্থিত আছেন। তারা দুরদুরান্ত থেকে মনের টানে কষ্ট করে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। কারখানার কর্মরতদের মধ্যে অনেকে এসেছেন, সভাপতি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন এবং তাদেরকে রক্তিম অভিনন্দন জানাই। আপনারা ধৈর্য্য ধরে অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন, আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। আমাদের দ্বিতীয় পর্বে সঙ্গীতানুষ্ঠান শুরু হবে। আপনারা ধৈর্য্য ধরে বসুন।

প্রথমেই সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতি কৃষ্ণা ধর। শ্রীমতী কৃষ্ণা ধর এর পর সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতি দীপালী রায়। সঙ্গীতের পর আবৃত্তি করেন শ্রী রমাপ্রসন্ন দত্ত। আবৃত্তির পর আবার সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতি প্রভাতী খাস্তগীর ও শ্রী শান্তনু ভট্টাচার্য। সমগ্র অনুষ্ঠানে তবলায় শ্রী কমল হালদার ও অন্যান্য যন্ত্রে সংগত দেন শ্রী গৌরাঙ্গ সরকার ও শান্তনু ভট্টাচার্য।

-ঃ স্মরণে ঃ-

প্রবীণ কমিউনিস্ট এবং সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী ও গণতান্ত্রিক আইনজীবি সংগঠনের নেত্রী কমঃ মঞ্জুরী গুপ্ত গত ১৪ই এপ্রিল ২০১৫ মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ কলকাতার যোধপুর পার্কের বাস ভবনে প্রয়াত হন। তিনি আমাদের সংস্থার সাথে জন্মলগ্ন থেকে যুক্ত ছিলেন। তিনি আমাদের সংস্থার উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বৎসর। ঐ দিনই তার জন্মদিন ছিল। স্বামী রাজ্যের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল সাধন গুপ্ত, পুত্র, পুত্রবধূ, চার কন্যা ও জামাতা, নাতি নাতনী তাঁর পরিবারে বর্তমান। ২০০৭ সালের ১লা অক্টোবর আর্ন্তজাতিক প্রবীণ নাগরিক দিবসে সংস্থার পক্ষ থেকে তাঁকে সম্মাননা জানানো হয়েছে। আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি ও পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানাচ্ছি।

-ঃঃ সেই মহামানবের সন্ধানে ঃঃ-

রমাপ্রসন্ন দত্ত

তারে খুঁজে বেড়াই পথে প্রান্তরে, বনে বনান্তরে,
যারে হারিয়ে ফেলেছি আমি কত যুগ আগে।
তারে ফিরে পেতে চাই আজ ভীষণ দুর্দিনে,
কবে আসবে সে ত্রাণ কর্তা হয়ে বিশ্ব মাঝে!

চন্দ্র, সূর্য, তারা এই মহাকাশে উদয় হয়
আবার কোন অনন্ত লোকে মিলায় প্রতিদিন,
আমি দুটি-নয়ন ভরে দেখি তোমার সৃষ্টির লীলা
সেই অনাদি কাল থেকে এরা আছে হৃদয় জুড়ে।

এই অনন্তলোকে বিরাজিত তোমার মায়ায় হারিয়ে যাই,
আমার দেহ, মন, প্রাণ সব সমর্পণ করতে চায় হৃদয়।
সৃষ্টির আদি কাল থেকে তুমি বিরাজ মোর হিয়ার মাঝে,
বিশ্ব, ব্রহ্মান্ড, সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, এর নিয়ন্ত্রা হয়ে।

আজ কলরব মুখরিত অস্থির বিশ্বে নিজেকে হারিয়ে ফেলি,
কবে পাব মনের মানুষের দেখা, আবার হৃদয় ধন্য করে
তোমার সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ এই মানব, সর্বহারা এই মহাবিশ্বে,
পার্থিব জগতে সে কি পেল, সেটাই কি তার পরিচয়।

সে কি ভুলে থাকবে যুগ যুগান্তরে, আত্মোন্নতির কথা;
এইটিতো বিশ্বে মানবের একমাত্র শ্রেষ্ঠ পরিচয়,
কেন তবে হেথা বৃথা আসা যাওয়া, কেবল সংকীর্ণতায় ঘোরা
দাও প্রভু চৈতন্য আমায়, যাবার কালে নিতে চাই পরমধন

।। বাংলা নববর্ষ স্মরণে।।

প্রশান্ত কুমার ধর

ভুলিতে কী পারিবো মোরা,
ফেলে আসা দিনগুর্লির কথা,
মানুষের দুঃখ, শূন্যতা, ক্লেদ ও যন্ত্রণা,
হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের, বেঁচে থাকার আনন্দটা।

যে, অনেক আশা, আকাঙ্খা, স্বপ্ন নিয়ে
অপেক্ষা করেছিলো, বাংলা নববর্ষের দিনটির জন্যে,
এলোনা ফাগুন, এলো না চৈত্র, এলো কালবৈশাখী,
লুটিয়ে পড়লো সন্ত্রাসের কবলে।
নতুন বছর নিয়ে আসে, নতুন দিশা নিয়ে,

নতুন করে আস্থা, নতুন ভোরের আলো,
নতুন করে বেঁচে থাকার উদ্দীপনা,
ভুলে যেতে হয় অতীতের সব জ্বালা যন্ত্রণা।

বাস্তবে পারিনা ভুলিতে তা .... !,
অপমান, অকালমৃত্যু, কৃষকের আত্মহত্যা,
দুর্বলের প্রতি, সবলের অত্যাচার,
অপরাধে অভিযুক্ত, হয়েও আনন্দে বিচরণ!

চাহেনা মন, জানাতে স্বাগত, নতুন বছরকে,
অন্তরে জেগে ওঠে অনীহা, বরণ করিতে নতুনকে,
হয়তো সেই দিনগুলি, জুড়ে থাকবে নতুনের সাথে,
নতুন গন্ধে, নতুন স্বাদে।

তবুও বলবো, ধুয়ে যাক, সব গ্লানি, সরে যাক অন্ধকার,
জুড়ে থাক নতুন কিছু, নতুন স্পর্শ, নতুন আশা,
নতুন বর্ষ নিয়ে আসুক সকলের জন্য
ঢের সুখ, শান্তি, আনন্দ ও ভালোবাসা।

নববর্ষ পূণ্যদিনে, এগিয়ে যাবো সকলকে নিয়ে,
ঘুচিয়ে সব অন্ধকার, গড়বো নতুন দুনিয়া,
একে একে দুইয়ে মিলি, গাইবো প্রাণের গান,
নিজেদের কাছে, নিজেদেরই, এটাই হোক অঙ্গীকার।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সদস্যবৃন্দকে জানানো হচ্ছে যে ২০১৫-২০১৬ সালের জন্য সদস্যপদ পুণঃনবীকরণ ১লা এপ্রিল ২০১৫ থেকে শুরু হয়েছে। প্রত্যেক সদস্যকে অনুরোধ করা হচ্ছে আগামী ৩০শে মে ২০১৫ তারিখের মধ্যে সংস্থার কার্যালয়ে ১০ টাকা জমা দিয়ে সদস্যপদ নবীকরণ করুন এবং প্রবীণবার্তার জন্য বার্ষিক চাঁদা ১০ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হউন।

ধন্যবাদান্তে —

তারিখ ঃ ১৫.০৪.২০১৫ পেলব মুখার্জী

সভাপতি

রবীন্দ্র উদ্ধৃতি

✤ জনসাধারণকে আমরা বলি ছোটোলোক ... অথচ দেশের অধিকাংশই তারা ...। (পল্লী প্রকৃতি)

✤ মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে;
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি পলাইবে ধেয়ে (চিত্রা)

✤ যারা এতদিন মরেছিল তারা উঠুক বেঁচে
যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে
তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে (রথের রশি)

✤ মানুষের ধর্মই এই যে, সে অনেকে মিলে
একত্র বাস করতে চায়
একলা মানুষ কখনোই পূর্ণ মানুষ হতে পারে না
(সমবায় নীতি)

✤ মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ (সভ্যতার সংকট)

✤ তাদের সম্মানে মান নিয়ো
বিশ্বে যাঁরা চিরস্মরণীয় (জন্মদিনে)

✤ মোর নামএই বলে খ্যাত হোক
আমি তোমাদেরই লোক (সেঁজুতি)

✤এক একটি লোকআছেন, পৃথিবীতে তারা বন্ধু হয়েই জন্মগ্রহণ করেন।
বন্ধু হবার শক্তি আমাদের সকলের নেই (পথের সঞ্চয়)

✤ গোলাপ যেমন একটি বিশেষ জাতের ফুল,
বন্ধু তেমনি একটি
বিশেষ জাতের মানুষ (পথের সঞ্চয়)

সম্পাদকীয়

প্রিয় বন্ধু ও সাথীগণ,

আশা করি পরিবার পরিজন সহ কুশলে আছেন। অঙ্কিতকে মনে পড়ছে। তরুণ ক্রিকেট প্রতিভা খেলার মাঠে আহত হয়ে হাসপাতালে তিন দিন লড়াই করে তার এই পৃথিবীর খেলা শেষ করে যায় গত ২০শে এপ্রিল। তার শোক সন্তপ্ত পরিবারকে জানাই আমাদের সমবেদনা।

অকাল প্রয়াত প্রখ্যাত সাঁতারু মাসুদুর রহমান বৈদ্যর পরিবারকেও আমরা সমবেদনা জানাই।

গত ২৫শে এপ্রিল দুই প্লেটের ঠোকাঠুকিতে নেপাল ও সন্নিহিত ভারতীয় অঞ্চলে প্রচন্ড ভূমিকম্প হয়। কম্পনের মাপ ছিল ৭.৯ রিখটার স্কেল। প্রকৃতির রোষে নেপাল লন্ডভন্ড। মাউন্ট এভারেস্টের বেস ক্যাম্পে ভয়াবহ ধস নামে। কাঠমান্ডু উপত্যকায় ইউনেসকো সাতটি প্রাচীনকেন্দ্র 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজে'র মর্যাদা দিয়ে ছিল, তার চারটি ধূলিসাৎ। নিহতর সংখ্যা ১০ হাজারে পৌঁছাতে পারে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ৯০ জন নিহত হয়েছেন। আসুন, নিহতদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি ও সামর্থ অনুযায়ী অর্থ ও ত্রাণসামগ্রী দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই।

গত ১লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহিত দিবস উপলক্ষে শহীদ স্মৃতি ভবনে পতাকা উত্তোলন করা হয়। কবিপক্ষ চলছে। গত ২৫শে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মোৎসব পালিত হয়েছে সংস্থার বিমল চ্যাটার্জী অডিটোরিয়মে। আগামী ২৬শে মে কবি নজরুল ইসলামের জন্মজয়ন্তী পালিত হবে বাঁশদ্রোনীতে। আপনারা অবশ্যই আসবেন।

গ্রীষ্মের দাবদাহে সাবধানে থাকবেন। শারীরিক অসুবিধা হলে আমাদের চিকিৎসা কেন্দ্রে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। ইতি মধ্যে সমসদ্যপদ নবীকরণ না করে থাকলে সংস্থার কার্যালয়ে এসে নবীকরণ অবশ্যই করিয়ে নেবেন।

ভালো থাকুন, প্রতিদিন ভাল থাকুন।

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700 026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra. E-mail-bethune geriatrics@gmail.com.Website : bethunegeriatrics.in